সারসংক্ষেপ

যাদের অনেকে আজও আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার বাইরে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে, এই রকমই ভারতবর্ষের এক আদিম জনজাতি হল ওঁরাও। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন নিয়মনীতি, খ্রিষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ, অভিপ্রয়াণ, আন্দোলন অধিকার প্রাপ্তি প্রভৃতি কার্যকলাপে ওঁরাও সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে বিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও সেই ধারা বজায় ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে, সাহিত্য ও সমাজ দর্পণে সাঁওতাল জনজাতির যে ভাবে চর্চা বা আলোচনা পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়ে এই ওঁরাও জনজাতি সম্পর্কিত চর্চা বা আলোচনার অপ্রতুলতা রয়ে গিয়েছে। ফলত অনেকেই ওঁরাও জনজাতিদের, সাঁওতালদের সঙ্গে একাত্ম করে বা সাঁওতাল হিসাবেই বিচার করেছেন। অথচ ওঁরাও জনজাতির সাঁওতাল জনজাতির মতই নিজস্ব ভাষা, লিপি, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ রীতিনীতি, ও ধর্ম আছে। এই ওঁরাও জনজাতি যে সাঁওতাল জনজাতির থেকে পৃথক একটা জনজাতি তা তুলে ধরাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতাশা ও তার দরুন তাদের নিজেদের একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশ ভাবনা বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির ধর্ম প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের প্রসঙ্গে তেমন কোনো লিখিত কোনো উপাদান না পাওয়া যাওয়ায়, তাদের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন। এই প্রান্তিক মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, সেই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই, অনুসন্ধান করতে হবে। সরকারী নথিপত্রগুলিও, অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নীরব। কিছু প্রথাগত, প্রচলিত রীতিনীতি, মৌখিক ভাষ্য এবং যৎসামান্য লিখিত উপাদানই এই ওঁরাও মানুষদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ার্য। আশা করি, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ভবিষ্যতে এই প্রান্তিক মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, এই গবেষণাপত্রটি নতুন গবেষকদের কাছে সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হবে।